সংবাদ

তারিখ ... 19 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...৩...

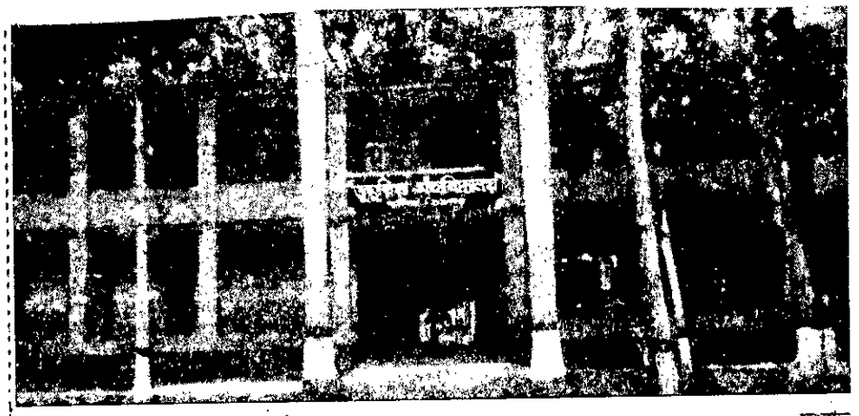

খুলনার ডুমুরিয়া সদর কলেজ -সংবাদ

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

ডুমুরিয়া সদর কলেজ জাতীয়করণ বঞ্চিত

উদয় চক্রবর্তী ডুমুরিয়া (খুলনা)

১৯৮৬ সালে ডুমুরিয়া সদর কলেজ মাঠে আঃ লীগের জনসভায় বিরোধীদলীয় নেত্রী থাকাকালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডুমুরিয়া কলেজকে জাতীয়করণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু চক্রান্তকারীদের নানাবিধ ষড়যন্ত্রের কারণে জাতীয়করণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এর সুফল ভোগ করতে যাচ্ছে ডুমুরিয়া থেকে ১৫ কিমি দূরে তিন ইউনিয়ন নিয়ে অবস্থিত শাহাপুর মধুগ্রাম কলেজটিকে জাতীয়করণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। যে কারণে ডুমুরিয়ায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও সচেতন মানুষরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে নানাবিধ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে। ডুমুরিয়া কলেজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কর্মরত শিক্ষকরা বলেন, খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাশে ১৯৭৩ সালে ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উপজেলা পরিষদের প্রাণকেন্দ্র মাত্র ৫ একর ০৬ শতাংশ জমির ওপর কলেজটির যাত্রা শুরু হয়। শুরুতেই প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী নিয়ে অধ্যক্ষ ওলিয়ার রহমান খানের পরিচালনায় ১৬ জন শিক্ষক নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে চলমান কলেজটির শিক্ষা কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হতাশ না হয়ে এলাকাবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টায় অধ্যক্ষ কুমুদ রঞ্জন মন্ডল'র পরিচালনায় কলেজটি পুনরায় পুরোদমে চালু করেন। ১৯৮১ সালে যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে কলেজটি অনুমোদন পাওয়ার পর থেকে কলেজের নামেই শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায়। বর্তমানে কলেজটিতে বিজ্ঞান-মানবিক-ব্যবসায় শিক্ষা-কারিগরি ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে ৪৯ জন শিক্ষকের পাঠদানে দুই সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে কলেজটি শিক্ষাক্রমের সকল শাখা স্থায়ী অনুমোদন পেয়ে ধারাবাহিক সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। গত ১৭ আগস্ট ২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে খুলনা জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের লক্ষ্যে 'উপজেলা সদরে অবস্থিত মান সম্পন্ন কলেজ'র তথ্যাদি চেয়ে পাঠায়। সে মোতাবেক ওই মাসের ২০ তারিখে খুলনা জেলা শিক্ষা অফিসার কাজী মনোয়ার হোসেন জেসিঅ/খুঃ/২০১৫/১২৫৭ নং স্মারকে ডুমুরিয়া উপজেলার মধ্যে একমাত্র ডুমুরিয়া কলেজের নামটি পাঠান। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলা সদরে অবস্থিত কলেজের তালিকাটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়। গত ২৮ জুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জাতীয়করণের লক্ষ্যে ১৯৯টি বেসরকারি কলেজের নামের তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। ওই তালিকায় ১৬৫ নং ক্রমিকে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'ডুমুরিয়া শাহপুর মধুগ্রাম কলেজ'র নামটি অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে ডুমুরিয়া কলেজকে জাতীয়করণ থেকে বঞ্চিত করায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও বেদনার প্রকাশ ঘটতে থাকে। জাতীয়করণের দাবিতে ডুমুরিয়া কলেজ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। পরে উপজেলার বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী বরাবরে তার ই-মেইলে লিখিত আবেদন করেন। এছাড়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের মধ্যে ১০ জন চেয়ারম্যানই প্রধানমন্ত্রী বরাবরে লিখিত সুপারিশ করেছেন। আর এলাকার সাংসদ (ডুমুরিয়া-ফুলতলা) ও মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ ডুমুরিয়া কলেজকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয়করণের যৌক্তিকতা তুলে ধরে গত ১১ আগস্ট ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে ডিও লেটার প্রদান করেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ডুমুরিয়া কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হোসনে আরা খানম'র পক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে ১১২৬৬/২০১৬ নং রিট পিটিশন করেন। ওই রিটে উল্লেখ করা হয়েছে, কলেজটি উপজেলা সদরে অবস্থিত, সরকারের নীতিমালার প্রেক্ষিতে এই কলেজটিই সর্বাগ্রে জাতীয়করণ হওয়ার দাবিদার। দ্বিতীয়ত উপজেলার প্রায় ৮০ ভাগ মানুষের ছেলে-মেয়েরা সরাসরি বাড়ি থেকে এসে এখানে পড়ালেখা করে। বিধায় এই কলেজটিকে উপেক্ষা করে সদর থেকে ১৫ কিমি দূরের একটি কলেজকে জাতীয়করণ করা হলে উপজেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ অধিকার বঞ্চিত হবে। তাছাড়া সংবিধানের ১০২ ও ৪৪ ধারার সরাসরি লঙ্ঘন। সর্বশেষ গত ১২ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় ১ ঘণ্টা ধরে ডুমুরিয়া কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও এলাকার সর্বস্তরের মানুষ কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। সেখানে বক্তারা বলেন, জাতীয়করণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। কলেজের প্রভাষক মো. নুরুল ইসলাম খান বলেন, গত ১৯৮৬ সালে ডুমুরিয়া কলেজ মাঠে আওয়ামী লীগের এক জনসভায় তদানীন্তন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা তার ভাষণে বলেন, আমার দল যদি ক্ষমতায় আসে তখন ডুমুরিয়া কলেজের জন্য যা যা করা প্রয়োজন তার সব কিছু করবো। যশোর বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান গোলদার বলেন, ডুমুরিয়া কলেজের নামের মাঝখানে বিশেষ প্রচেষ্টায় 'শাহপুর মধুগ্রাম' শব্দটি বসিয়ে দিয়ে ডুমুরিয়া কলেজকে জাতীয়করণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।